ভোরের কাগজ

১৪/১০/২০০২
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

টালমাটাল শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনির্ধারিত বন্ধ □ ছাত্রী হলে ন্যক্কারজনক হামলা □ বুয়েটে সনি হত্যা □ ছাত্রদলের দখল চাঁদাবাজি

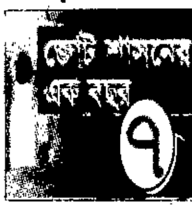

কাগজ প্রতিবেদক : বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের এক বছরের অধিকাংশ সময় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা বিরাজ করেছে। দেশের শীর্ষ দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোট সরকারের আমলে রচিত হয়েছে কলঙ্কজনক অধ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গভীর রাতে ছাত্রী হলে ন্যক্কারজনক পুলিশি হামলা চালানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক আন্দোলন করলে এক পর্যায়ে পুলিশ এবং ছাত্রদল কর্মীরা ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকদের ওপর হামলা এবং লাঠিপেটা করে।

বুয়েটে ছাত্রদল সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয় বুয়েট ছাত্রী সনি। এ ঘটনাতেও আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী এবং অনশনরত ছাত্রদের ওপর ছাত্রদল-শিবির এবং পুলিশ সাঁড়াশি হামলা চালায়। এ সব ঘটনায় দেশের প্রধান দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল মাসের পর মাস। বুয়েটে সনি হত্যা ঘটনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৮৩ দিন, অপরদিকে শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার ঘটনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ৭০ দিন অনির্ধারিতভাবে বন্ধ ছিল।

ক্ষমতা গ্রহণের ২ মাসের মধ্যে জোট সরকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদের অপসারণ করে সেখানে দলীয় অনুগত শিক্ষকদের বসিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রদল এবং শিবির তাদের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ব্যাপকভাবে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল করে চাঁদাবাজি এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করে ছাত্রদল এবং শিবির। শিবির ক্যাডাররা হত্যা করে চট্টগ্রামের প্রবীণ অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে। ছাত্র শিবিরের হামলায় এমনকি ছাত্রদল নেতাও নিহত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করার পর সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

টালমাটাল শিক্ষাঙ্গন

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনের জয়লাভের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিরোধী ছাত্র সংগঠন বিশেষত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর ব্যাপক হামলা-নির্যাতন চালায় ছাত্রদল এবং ছাত্র শিবির।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে পুলিশ প্রবেশ করে ছাত্রীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা এটাই প্রথম। ছাত্রদলের দুই বহিরাগত ছাত্রী নেতাকে বের করার দাবিতে হলের ছাত্রীরা আন্দোলন করলে তা দমানোর উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ নিরীহ ছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উপাচার্য এবং প্রোক্টরের পদত্যাগে আন্দোলন করলে এক পর্যায় ছাত্রদল এবং পুলিশ যৌথভাবে ছাত্র-শিক্ষকের ওপর হামলা এবং লাঠিপেটা করে।

বুয়েটে সনি হত্যার ঘটনার বিচার এবং বহিষ্কৃত ছাত্রদের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশন শুরু করলে গত ৮ সেপ্টেম্বর ন্যক্কারজনকভাবে আন্দোলনরত এবং অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদল-শিবির এবং পুলিশ সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত সংঘর্ষ এবং সংঘাতের ঘটনার এক পর্যায়ে জোট সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করলেও পরে সে অবস্থান থেকে সরে যায়। বিএনপি এককভাবে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করে দেওয়ার ৮ মাস ২৩ দিন পর আবার ছাত্রদলের কমিটিকে সক্রিয় করা হয় গত ১০ সেপ্টেম্বর। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে জোট সরকারের প্রধান দুই শরিক দল বিএনপি এবং জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এবং শিবিরের মধ্যেও সংঘর্ষ বেধেছে।

সর্বশেষ এ ধরনের ঘটনায় সিলেটের মদন মোহন কলেজের ছাত্রদল নেতা জুয়েল শিবির ক্যাডারদের হামলায় নিহত হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গত বছর ১৬ নভেম্বর শিবির ক্যাডাররা নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীকে। গত ১৩ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলায় গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের ৯ জন নেতাকর্মী আহত হয়।

গত এক বছরে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন পদে দলীয় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছে জোট সরকার।

ব্রিটিশ আমলের জেনারেল ক্লজেজ অ্যাক্ট ১৮৯৭ প্রয়োগ করে নির্বাচনে জয়লাভের দেড় মাসের মাথায় তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ময়মনসিংহ কৃষি এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদগুলোতে নাটকীয় পরিবর্তন আনেন।

নির্বাচনে বিএনপি-জামাত জোট জয়লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল কার্যত দখল করে নেয় ছাত্রদল। হল দখলের পর হলের ভাগাভাগি নিয়ে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপ এবং উপ-গ্রুপের মধ্যে কোন্দল এবং সংঘর্ষ চলতে থাকে।

হল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্লাস বা পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্রদল ক্যাডারদের ব্যাপক হামলার শিকার হয়। এ সময় ছাত্রলীগকে 'শায়েস্তা' করতে হলে হলে হিট স্কোয়াড গঠন করে ছাত্রদল। ছাত্রলীগ সূত্র জানায়, এ সময় ছাত্রদল ক্যাডাররা কমপক্ষে শতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর ওপর হামলা চালায়। পুলিশ প্রহরায় পরীক্ষা দিতে এসেও ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদল ক্যাডারদের হামলা থেকে নিস্তার পায়নি।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের হল দখল, চাঁদাবাজি, অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রভৃতি কারণে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এক পর্যায়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

গত ২ নভেম্বর চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় হলের তৎকালীন প্রভোস্ট অধ্যাপক হারুন-অর-রশীদকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি দেয় ঐ হলেরই ছাত্রদলের সভাপতি। শবেবরাত উদযাপনের জন্য ছাত্রদল ক্যাডাররা হল প্রভোস্টের বাসায় গিয়ে তার কাছে চাঁদা দাবি করলে তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় ক্যাডাররা এ হুমকি দেয়।

পবিত্র শবেবরাতের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছাত্রদল ক্যাডাররা রাতভর গুলি ফুটিয়ে উৎসব করে। হলগুলোতে ঐ রাতে কমপক্ষে সাড়ে ৩০০ রাউন্ড গুলির আওয়াজ শোনা যায়।

নির্বাচনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে ছাত্রদল ক্যাডারদের কাছে শতাধিক অস্ত্র থাকলেও পুলিশ সেগুলো উদ্ধারে প্রহসনমূলক তল্লাশি চালায়। গত ২৩ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে ন্যক্কারজনক পুলিশি হামলার ঘটনায় দীর্ঘ ৭৩ দিন অনির্ধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ থাকে। ছাত্রছাত্রীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য এবং প্রোক্টর।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক মাসের মাথায় গত ৩ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিবির পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালালে ১৫ জন আহত হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ অবরোধের ডাক দিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

জোট সরকার ক্ষমতায় এসে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগ নিলে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রবল বাধায় সরকারের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর হামলাসহ বিভিন্ন দাবিতে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহবান করে ছাত্রলীগ। গত ৫ নভেম্বর গাজীপুর বিআইটি ক্যাম্পাসে রাতভর ছাত্র-ব্যবসায়ী-সন্ত্রাসীদের ত্রিমুখী সংঘর্ষে সৈয়দ গোলাম মোস্তফা নামের ১ জন ছাত্র নিহত এবং ৪০ জন ছাত্র আহত হয়।

জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের এক মাসের মাথায় গত ২ নভেম্বর শুক্রবার 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল' এর সাইনবোর্ড রাতের আঁধারে নামিয়ে ফেলা হয়।

গত ৩১ অক্টোবর শিক্ষা ভবনে ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টুর বাহিনী এবং বিএনপির সাবেক সাংসদ ইলিয়াস আলীর মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দেয়। ঢাকায় ১২টি মডেল স্কুল নির্মাণের জন্য টেন্ডার জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে শিক্ষা ভবনে দিনভর উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করে।

গত ১১ নভেম্বর সাংসদ নাসিরউদ্দিন পিন্টু দখল করে নেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি।

নির্বাচনে জয় লাভের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ওপর মাঝে মধ্যেই হামলা চালায় শিবির। গত ১২ নভেম্বর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের প্রধান দুই শরিক দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্র শিবির ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দোকানের প্লট দখল করে নেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিতাড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হলে তোলা এবং সহাবস্থানের দাবিতে ছাত্রলীগ লাগাতার অবরোধের ডাক দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকে ২০ জন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে বের করে দেয় ছাত্রদল।

নির্বাচনে জয়লাভের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সব সংঘর্ষ হয়েছে তা থেকে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও মুক্ত ছিল না। গত ১ বছরে ইডেন কলেজে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে কেন্দ্র করে কমপক্ষে ৩ বার সংঘর্ষ বাধে। ছাত্রদলের মুকুল এবং লাকি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত ২০ জন ছাত্রী আহত হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর ইডেন কলেজে ছাত্রদলের দুগ্রুপের মধ্যে হামলায় ৭ জন আহত হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ জুন ছাত্রদলের দুগ্রুপের বন্দুকযুদ্ধে বুয়েট ছাত্রী সনি নিহত হয়। এ ঘটনায় দীর্ঘ ৬৪ দিন বন্ধ থাকে বুয়েট। এরপর দ্বিতীয় দফায় বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন শুরু করলে বুয়েট পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এক পর্যায়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর অনশনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর ছাত্রদল, শিবির এবং পুলিশ হামলা চালায়। ঐ দিনই পুনরায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১ দিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় খুলে দেওয়া হয় বুয়েট।